Life For Life · লাইফ ফর লাইফ

জীবন জীবনের জন্য · সরকার অনুমোদিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান · রেজি. নং নাট/৬৩২/১৭ · কানাইখালী, নাটোর

গঠনতন্ত্র

ধারা ১: নাম ও ঠিকানা

সংগঠনের নাম "লাইফ ফর লাইফ" (Life For Life), সংক্ষেপে LFL। স্লোগান: "জীবন জীবনের জন্য"। প্রধান কার্যালয়: কানাইখালী, নাটোর সদর, নাটোর।

ধারা ২: ধরন ও নিবন্ধন

লাইফ ফর লাইফ একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। ১৯৬১ সালের স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশের ৪(৩) ধারার অধীনে ২৯ জুন ২০১৭ তারিখে জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, নাটোর কর্তৃক নিবন্ধিত; নিবন্ধন নম্বর নাট/৬৩২/১৭। সংগঠনের কার্যক্রম ২০১৪ সালে শুরু হয়।

ধারা ৩: কার্যএলাকা

নাটোর জেলা।

ধারা ৪: লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য: জনকল্যাণমূলক কাজের দ্বারা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে সহায়তা করা।

উদ্দেশ্য: সমাজের বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করে পর্যায়ক্রমে সমাধানের চেষ্টা অব্যাহত রাখা এবং সেবামূলক কাজে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের পাশাপাশি সামাজিক অবক্ষয়রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

ধারা ৫: কার্যক্রম

(ক) আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম:

1. দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি
2. পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ
3. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা
4. নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ গুণগত শিক্ষা বিস্তারে অবদান
5. মেধাবী ও গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান
6. অসহায়-গরীব রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা
7. স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ
8. শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ ও কুরআন শিক্ষা কার্যক্রম

(খ) জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম:

1. মাদকের কুফল সম্পর্কে প্রচারণা
2. মানবাধিকার সংরক্ষণে ভূমিকা রাখা
3. ঘুষ-দুর্নীতিসহ যে-কোনো অনৈতিক কাজে মানুষকে নিরুৎসাহিত করা

4. সন্ত্রাস, ছিনতাই, নারী নির্যাতন প্রভৃতি অপরাধের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি
5. অপসংস্কৃতির ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা
6. নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য লালনে গুরুত্ব প্রদান
7. মহামারী ও রোগব্যাধি প্রতিরোধে আগাম সতর্ক করা

ধারা ৬: সদস্যপদ

1. ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব যে-কোনো সচেতন ব্যক্তি সংগঠনের নিয়মকানুন মেনে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে সদস্যপদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে সদস্যপদ কার্যকর হবে।
2. **জীবন সদস্য:** এককালীন ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা।
3. **সাধারণ সদস্য:** প্রাথমিকভাবে ২০০ (দুইশত) টাকা।
4. প্রত্যেক সদস্য প্রতিমাসে জনকল্যাণ খাতে কমপক্ষে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা চাঁদা প্রদান করবেন।

ধারা ৭: সদস্যপদ বাতিল

নিম্নলিখিত কারণে কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্যপদ বাতিল বা স্থগিত করতে পারবে: (ক) স্বেচ্ছায় পদত্যাগ; (খ) মৃত্যু; (গ) পরপর ছয় মাস চাঁদা বকেয়া থাকা ও লিখিত নোটিশের পরও পরিশোধ না করা; (ঘ) সংগঠনের স্বার্থ ও ভাবমূর্তি পরিপন্থী কাজ; (ঙ) আদালত কর্তৃক নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে দণ্ডিত হওয়া। বাতিলের আগে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হবে।

ধারা ৮: সাধারণ পরিষদ

সকল জীবন ও সাধারণ সদস্যের সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে। বছরে অন্তত একবার বার্ষিক সাধারণ সভা হবে, যেখানে বার্ষিক প্রতিবেদন ও নিরীক্ষিত আয়-ব্যয় হিসাব অনুমোদন, বাজেট অনুমোদন ও (মেয়াদ শেষে) কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন করা হবে।

ধারা ৯: কার্যনির্বাহী পরিষদ

সাধারণ পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত ৯ (নয়) সদস্যের কার্যনির্বাহী পরিষদ সংগঠন পরিচালনা করবে। পদসমূহ: সভাপতি ১, সহ-সভাপতি ১, সাধারণ সম্পাদক ১, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ১, কোষাধ্যক্ষ ১, দপ্তর সম্পাদক ১, প্রচার সম্পাদক ১, নির্বাহী সদস্য ২। পরিষদের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর; মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সাধারণ সভায় নতুন পরিষদ নির্বাচন করতে হবে এবং নতুন পরিষদ দায়িত্ব না নেওয়া পর্যন্ত বিদায়ী পরিষদ দায়িত্ব পালন করবে। কোনো পদ শূন্য হলে পরিষদ অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য মনোনয়ন দিতে পারবে।

ধারা ১০: পদাধিকারীদের দায়িত্ব

পদ	দায়িত্ব
সভাপতি	সকল সভায় সভাপতিত্ব, সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব, সমান ভোটের ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভোট
সহ-সভাপতি	সভাপতির অনুপস্থিতিতে তাঁর দায়িত্ব পালন
সাধারণ সম্পাদক	দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা, সভা আহ্বান, কার্যবিবরণী ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	সাধারণ সম্পাদককে সহায়তা ও তাঁর অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালন
কোষাধ্যক্ষ	তহবিল সংরক্ষণ, আয়-ব্যয়ের হিসাব, রসিদ প্রদান, মাসিক ও বার্ষিক হিসাব উপস্থাপন
দপ্তর সম্পাদক	নথিপত্র, সদস্য রেজিস্টার ও দাপ্তরিক যোগাযোগ সংরক্ষণ

প্রচার সম্পাদক	প্রচার-প্রচারণা, সংবাদমাধ্যম, ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম
নির্বাহী সদস্য	পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ ও অর্পিত দায়িত্ব পালন

ধারা ১১: সভা ও কোরাম

কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা প্রতি মাসে অন্তত একবার হবে; কোরাম মোট সদস্যের অর্ধেকের বেশি। সাধারণ সভার নোটিশ অন্তত ৭ দিন আগে দিতে হবে; কোরাম মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ। জরুরি সভা ৪৮ ঘণ্টার নোটিশে আহ্বান করা যাবে।

ধারা ১২: তহবিল ও হিসাব

1. তহবিলের উৎস: সদস্য ফি, মাসিক চাঁদা, এককালীন ও নিয়মিত দান, যাকাত, সরকারি-বেসরকারি অনুদান।
2. সংগঠনের নামে তফসিলি ব্যাংকে হিসাব থাকবে; সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের যে-কোনো দুজনের যৌথ স্বাক্ষরে (কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক) লেনদেন হবে।
3. যাকাতের অর্থ পৃথক হিসাবে রাখা হবে এবং শুধু শরিয়াহসম্মত খাতে (অসহায়দের পুনর্বাসন প্রকল্প) ব্যয় হবে।
4. দাতা কোনো নির্দিষ্ট খাতে দান করলে সেই অর্থ শুধু ঐ খাতেই ব্যয় হবে।
5. প্রতিটি প্রাপ্তির জন্য রসিদ দেওয়া হবে; অনলাইন দানের রসিদ ইমেইল/SMS-এ যাবে।
6. প্রতি অর্থবছর শেষে হিসাব নিরীক্ষা করে সাধারণ সভায় উপস্থাপন ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে দাখিল করা হবে এবং সারসংক্ষেপ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

ধারা ১৩: গঠনতন্ত্র সংশোধন

সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতিতে গঠনতন্ত্র সংশোধন করা যাবে; সংশোধনী নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর কার্যকর হবে।

ধারা ১৪: বিলুপ্তি

সংগঠন বিলুপ্ত হলে দায়-দেনা পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদ ১৯৬১ সালের অধ্যাদেশ ও নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী সমউদ্দেশ্যের কোনো নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর করা হবে; কোনো সদস্য ব্যক্তিগতভাবে এর অংশ পাবেন না।

সভাপতি	সাধারণ সম্পাদক	কোষাধ্যক্ষ